"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতিটি গৃহকে স্বর্গ বানানোর দায়িত্ব হলো তোমাদের উপরে, সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার লক্ষ্য দিতে হবে, দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, ঈশ্বরের কোলে আসার পর তোমাদের কেমন অনুভব হয়?

*উত্তরঃ - মঙ্গল মিলন উদযাপনের অনুভব ঈশ্বরের কোলে আগত বাচ্চাদের হয়। তোমরা জানো যে সঙ্গমযুগ হলো মিলন উদযাপনের যুগ। তোমরা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হয়ে ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছো। এইসময় তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে মিলিত হচ্ছো। সমগ্র কল্পে কেউই এইভাবে মিলন করতে পারবে না। এটা হল তোমাদের খুবই ছোটো ঈশ্বরীয় কুল, শিববাবা হলেন দাদা, ব্রহ্মা হলেন বাবা আর তোমরা বাচ্চারা হলে ভাই-বোন, এছাড়া অন্য কোনও সম্বন্ধ নেই।

*গীতঃ- নবীন বয়সের কলি তোমরা...

ওম্ শান্তি । বাবা যখন আসেন, তখন প্রথমে কিছুটা সময় সাইলেন্সে বসতে হবে, কেননা সবার আগে স্মরণের দান দেওয়া হয়। স্মরণের দ্বারাই পতিতদেরকে পাবন বানাতে হবে। বাচ্চারা তোমরা দান দিচ্ছো আর নিচ্ছো। বাবা এসে কাঁটাদেরকে কলি বানাচ্ছেন পুনরায় কলি থেকে ফুল হয়। তোমরা জানো যে আমাদের সেবাই হলো - প্রত্যেককে স্বর্গের যোগ্য বানানো। যেরকম তোমরা নিজেরা হয়ে উঠছো।

বাবা এসে প্রথমে হেল্থ, তারপর ওয়েল্থ (সম্পত্তি) প্রদান করেন। প্রথমে শান্তি তারপর সুখ। বাস্তবে সুখ দুটোতেই আছে। বাচ্চারা, তোমাদের সুখ আর শান্তি দুটোই চাই আর সন্ন্যাসী প্রমুখরা কেবল শান্তি প্রার্থণা করে। সন্ন্যাসীরা সুখ চায় না। সুখ তো তারা দিতে পারবে না। যদি শান্তি দেয়-ও, তাও অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখের জন্য। তারা বলে যে সুখ হল কাক বিষ্ঠার সমান। বিশেষ করে সন্ন্যাসীরা শান্তি চায় মুক্তির জন্য। মুক্তি অন্য কেউ তো দিতে পারবে না। এখানে অসীম জগতের মুক্তি, অসীম জগতের জীবন্মুক্তি বলা যায়, সেটা কেবল অসীম জগতের বাবা-ই দিতে পারেন। তোমরা জানো যে এই সময় সবাই হল কাঁটা। এই সময় সবাই কাঁটা লাগাতে থাকে। বাবা বলেন সবাই একে-অপরকে কাম কাটারী দ্বারা আঘাত করতে থাকে। তাদের জানা নেই যে কাম কাটারী চালানোকে হিংসা বলা হয়। তোমরা যখন বিকারে যাও তখন একে-অপরকে দুঃখ দিতে থাকো। এটা হল দুঃখের দুনিয়া। সুখের দুনিয়া স্বর্গকে বলা যায় - যখন নতুন সৃষ্টি নতুন ভারত হবে। ভারতবাসী, যারা দেবী-দেবতাদের পূজারী, তারা জানে যে এই দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিল, যাকে স্বর্গ বলা হয়। তারা সেটা অনুভব করতে পারে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে তাদের মহিমা গাইতে থাকে। বুঝতে পারে যে এনারাই ভারতের মালিক ছিলেন। ভারত স্বর্গ ছিল - এটারও অনুভব হয়, কিন্তু হাওয়ার মতো। বুঝতে পারে ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণের এত মন্দির বানায় তো নিশ্চই তাদের রাজধানী ছিল। মহারাজা-মহারাণী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কবে ছিল সেটা ভুলে গেছে। কত সাধারণ ভুল। খুব বেশী দিন হয়নি। পাঁচ হাজার বছরের কথা। যীশু খ্রীষ্ট, বুদ্ধ ইত্যাদিরা এসেছে দু-আড়াই হাজার বছর হবে। তাদের ক্ষেত্রে বলা হয় রি-ইন্কারনেশন (পুনর্জন্ম) নিয়েছে। এমনিতে তো প্রত্যেকেই রি-ইন্কারনেট (পুনর্জন্ম) নেয়। আত্মা এসে প্রবেশ করে, একেও রি-ইন্কারনেট বলা হবে। কিন্তু প্রথমে বড়দের নাম গাওয়া হয়। বলা হয় - পরমপিতা পরমাত্মা রি-ইন্কারনেট করবেন, তারপর এসে শরীরে প্রবেশ করবেন। রি-ইন্কারনেটের অর্থই হল এটা। তো যারা সুনামধন্য, তাদের জন্য বলা হয়। যেরকম বুদ্ধের রি-ইন্কারনেশন, যীশু খ্রীষ্টের রি-ইনকারনেশন। ভারতের সাথে বৌদ্ধ আর খ্রীষ্টানদের কানেক্শন দেখা যায়। গুরু নানকের আনুমানিক ৫০০ বছর দেখানো হয়। তার রি-ইন্কারনেশন হলো ছোট্ট । খ্রীষ্টান, বৌদ্ধদের হলো বড়। তাই রি-ইন্কারনেশন সবাই করে। এখন পরমপিতা পরমাত্মাকে আহ্বান করতে থাকে। কিন্তু তিনি কবে আসবেন, কিভাবে আসবেন - এটা জানে না। শরীরে তো অবশ্যই আসতে হয়। কিন্তু জন্ম না নেওয়ার কারণে তাকে রি-ইন্কারনেশন বলা হয়। ছোটো শিশু হয়ে তো জন্মান না। সবথেকে বড় রি-ইন্কারনেশন পরমপিতা পরমাত্মারই বলা হবে। মানুষ গেয়ে থাকে - পরমাত্মা ২৪ অবতার নেন। তারপরে বলে দেয় নুড়ি-পাথরে অবতার নিয়েছেন। নীচের দিকেই যেতে থাকে। যেরকম ভারতের পতন হয়, সেরকম তাদের বলা কথারও পতন হতে থাকে। বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। তিনি অবশ্যই নতুন আর পুরানোর সঙ্গমেই আসবেন। তাকেই সবথেকে বড় রি-ইন্কারনেশন বলা হয়। শিবের হলো সবথেকে বড় রি-ইন্কারনেশন। কিন্তু সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না, কেননা তারা পরমাত্মার থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। নিরাকারের সাথে পরিচিতি অবশ্যই আছে কিন্তু

তারা এটা জানেনা যে পরমাত্মা কবে আসেন, এসে কি করেন? এমন নয় যে বিষ্ণুর রি-ইন্কারনেশন বলা হবে। দেবী-দেবতা ধর্মের রি-ইন্কারনেশন বলা হবে না। দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা বলা হয়।

বিষ্ণু অবতরণের একটা নাটকও বানায়। এখন বাস্তবে বিষ্ণু অবতরণের তো কোনও কথাই নেই। তোমরা এখন বিষ্ণুর কুলের হচ্ছো। ঈশ্বরের কুল আছে তাই না। ইনি হলেন শিবের বাচ্চা ব্রহ্মা, ব্রহ্মার বাচ্চা হলে তোমরা। একেই ঈশ্বরীয় কুল বলা হয়। পরমপিতা পরমাত্মা বলছেন আমি এসে তোমাদেরকে নিজের আপন বানাই। বাচ্চারা আমি এসে তোমাদের বাবা হই। আমি তো হলাম তোমাদের সকলের বাবা। কিন্তু এখন তোমরা ব্রহ্মার দ্বারা আমার হয়েছো, এইজন্য তোমরা আমাকে দাদা (ঠাকুর্দা) বলে থাকো। আত্মাদের বাবা তো আছিই। সবাই জানে যে এইসময় আমি এসেছি। তোমরাই এখন মিলন করছো। অসীম জগতের বাবার সাথে তখনই মিলিত হও যখন বাবা জন্ম দেন। এখন তোমাদেরকে ব্রহ্মার ধর্মের বাচ্চা বানিয়েছি। বিকারের দ্বারা বাচ্চা তো হতে পারে না। এত প্রজা আছে। ভাই-বোন তো অনেক, এরা সবাই হল মুখ বংশাবলী তাই না। সন্ন্যাসীদের বংশাবলী হয় না কেননা তাদের সাথে দাদা-বাবার কোনও কানেক্শন নেই। এখানে বাবাও আছেন আবার দাদাও আছেন। দাদা এনাকে (বড় ভাইকে) বলা হয়। বাবা এসে নিজের বানাচ্ছেন। তোমরা জানো যে আমরা ঈশ্বরের কোলে এসেছি। এটা হল মঙ্গল মিলন। কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদি - একেই সঙ্গম বলা হয়। সঙ্গমে মিলন হয়। যেরকম তিন নদীর সঙ্গম। সেখানে কি হয়? গুরু আর জিজ্ঞাসুদের মিলন হয়। সেটা তো হয়ে গেলো লৌকিক মিলন। গাওয়াও হয়ে থাকে - আত্মা আর পরমাত্মার মঙ্গল-মিলন। এটাই হল সবথেকে শ্রেষ্ঠ মিলন। আত্মারা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়। এখানে কোনও জলের নদীর কথা নেই। এখানে তোমরা বসে আছো। এটা হল তোমাদের জন্য বিশেষ মঙ্গল-মিলন। আত্মারাও হল চৈতন্য। এটা হল পরমপিতা পরমাত্মার লোন নেওয়া শরীর, একেই মঙ্গল মিলন বলা হয়। কুম্ভের মেলা বলা হয় তাই না। কুম্ভকেও সঙ্গম বলা হয়। তিন নদীর সঙ্গমের নাম কুম্ভ রেখে দিয়েছে। সবথেকে বড় সঙ্গম কোনটি? সাগর আর নদীর সঙ্গম। সবথেকে বড় নদী হল ব্রহ্মপুত্র। এনার মধ্যেই বাবা আসেন এইজন্য সাগর আর ব্রহ্মপুত্র নদীর একত্রিত মেলা তো আছেই। এখন সঙ্গমে হল কুম্ভের মেলা। তোমরা সবাই জ্ঞানসাগর বাবার সাথে মিলিত হও, একে ঈশ্বরীয় কুম্ভের মেলা বলতে পারো। এটা হলো আত্মাদের সাথে পরমাত্মার সঙ্গম। কুম্ভ বা সঙ্গম - কথা তো একই। তো তোমরা বাচ্চারা জানো যে - আমরা নিজেদের জন্য স্বর্গের স্থাপনা করছি। আমাদেরকে গৃহস্থে থেকেও পবিত্র হয়ে থাকতে হবে। যেখানে পবিত্রতা আছে, তাকেই স্বর্গ বলা হবে। বাচ্চারা পবিত্র থাকে তো পবিত্রতাই হল সুখ-শান্তি। তোমাদের স্থিতি এমন হওয়া উচিত যেরকম দেবতাদের থাকে। কোনও অপগুণ যেন না থাকে, একেই স্বর্গ বলা হবে। সেটাই পুনরায় স্থায়ী স্বর্গ হয়ে যাবে। ঘরে এমন যোগ্য হতে হবে, এইজন্য বলা হয় - ঘর-ঘরকে স্বর্গ বানাও। সত্যযুগে প্রতিটা ঘর স্বর্গ ছিল, এখন নেই। যে বাচ্চারা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেবে, তাদেরকে নিজের ঘরে বসে পতিত থেকে পাবন হওয়ার লক্ষ্য দিতে হবে।

এটা হল সবথেকে বড় চৈতন্য তীর্থ। যেখানে শিববাবা হলেন সাগর, সেখানে তোমরা আত্মারা গঙ্গা অবশ্যই থাকবে। এটা হল সবথেকে বড় এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ মেলা। সেখানের সব হল ভক্তি মার্গের মেলা, এটা হলো জ্ঞান মার্গের মেলা। ভক্তিমার্গের মেলা তো প্রত্যেক জন্মেই লাগতে থাকে। জ্ঞান মার্গের মেলা একবারই লাগে। এটা হল আত্মিক মিলন। সুপ্রীম আত্মা পরমধাম থেকে এসে বাচ্চাদের সাথে মিলিত হয়। সবথেকে ভালো যাত্রা বা মেলা হল এটা। এই চৈতন্য সাগর তো যেখানে খুশী যেতে পারে। পার্থিব জগতের জড় সাগর তো কোথাও যেতে পারে না। এই সাগর যেতে পারেন। তোমরা নদীরাও নিমন্ত্রণে যাবে। জ্ঞান সাগর এই ব্রহ্মপুত্র নদীর সাথে যান। তোমরা হলে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের নদী - কেউ পবিত্র, কেউ অপবিত্র। কোনো কোনো সময় এমনও অনেক এসে যায় যারা পবিত্র থাকতে পারে না। তথাপি আসতে তো থাকে, তাই না। বাইরের গৃহস্থীরাও আসতে থাকে। অ্যালাও করা হয়। এমন নয় যে সবাইকে অ্যালাও করবে। কোনো মিত্র সম্বন্ধী প্রমুখ আসে, যাদের ওঠানোর (জ্ঞানী বাচ্চা হওয়ার) জন্য অ্যালাও করতে হয়। নাহলে তো কায়দা অনেক আছে। ইন্দ্রপ্রস্থে কোনো পতিত আসতে পারে না। কোনও পাণ্ডা বা পরি ইত্যাদি কেউই কোনও পতিতকে সাথে নিয়ে আসতে পারবে না এইজন্য বাবা বলছেন সতর্ক থাকো, তোমরা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করবে। কাউকে সাথে নিয়ে আসছো বা পাঠিয়ে দিচ্ছো, রেস্পন্সিবিলিটি তোমাদের উপরে। সেন্টারে নিমন্ত্রণ দাও। কতো পতিত আসে। সেন্টারে পতিত এলে তবে তো তাকে পাবন বানাবে। এখানে তো সাগর বসে আছেন তাই নিয়ম রাখা হয়েছে। নাড়ি টিপে দেখা হয়। ডাক্তার নার্স তো ভিন্ন ভিন্ন হয় তাই না। মাম্মা বাবা বা অনন্য বাচ্চারা কথা বললে সাথে সাথেই বুঝে যাবে যে বুদ্ধিতে বসছে কি না। তোমরা যখন কাউকে বোঝাবে যে দু'জন বাবা আছেন তখন মেনে নেবে। যুক্তি বলে দেওয়া হয়। পরমপিতা পরমাত্মাকে তো সবাই স্মরণ করে। আমরা হলাম এই রকম বাবার সন্তান । কিন্তু তাঁর অ্যাকুপেশন সম্বন্ধে মানুষ জানে না। এটা তো তোমরা বাচ্চারা বুঝে গেছো যে, যে-যে নাম রূপে মানুষ আসে, সেই নাম রূপে ৫ হাজার বছর পর পুনরায় অবশ্যই

আসবে। যীশু খ্রীষ্টের যে চিত্র আছে, অবিকল ঠিক সেইসময়েই আবার হবে। যীশু খ্রীষ্টের এইরকম চিত্র আর অন্য কোনও মানুষের হতে পারে না। কৃষ্ণের যে চিত্র আছে সেটা পুনরায় অন্য কোনও মানুষে হতে পারে না। আত্মা ভিন্ন-ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কালে জন্ম নিতে নিতে এখন পতিত হয়ে গেছে, বাবা এই আত্মাদেরকে পুনরায় পাবন বানাচ্ছেন। তোমরা জানো যে কল্যাণকারী হলেন বাবা, অকল্যাণকারী হল রাবণ। সকলের সদ্গতিদাতা হলেন বাবা। এই সময়ে কেবল মানুষই নয়, উপরন্তু সব জিনিসেরই সদ্গতি হয়ে যায়। নরকের বিনাশ, স্বর্গের স্থাপনা হয়। যারা কল্প পূর্বে এসেছিল - কেউ পাঞ্জাবী, কেউ পার্সী আসে, তাই না, সবাইকে নিমন্ত্রণ দিতে হবে। বাবা এসেছেন - ঢাকঢোল পিটিয়ে সবাইকে বলতে পারো। তোমাদের চিত্রও খুব সুন্দর। এখন তোমরা মন্দিরের যোগ্য তৈরী হচ্ছো। এখন ভূতগুলিকে তাড়াতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। লক্ষ্মী বা নারায়ণকে বরণ করার জন্য বিকারী অবগুণ গুলিকে বের করতে কতো পরিশ্রম করতে হয়! কারো মধ্যে কামের ভূত, কারো মধ্যে ক্রোধের ভূত, কাউকে আবার মোহের ভূত থাপ্পড় মেরে দেয়। একদম নিচে পড়ে যায়। লোভের বশবর্তী হয়েও নিচে পড়ে যায়। ভালো-ভালো ঘরের কন্যারা মিঠাই দেখলে তো লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়ে নেয়। লোভও অনেক ক্ষতি করে দেয়। লোভের বশীভূত হয়েই চুরি করে। প্রথমে তোমরা ভাট্টিতে ছিলে। এখন তো সবাইকে নিজেদের গৃহেই ভাট্টি বানাতে হবে। এখন তো বলে যে সাতদিন ভাট্টিতে থাকতে হবে। আজকাল কাউকে ভাট্টিতে বসানো খুবই মুশকিল। সেন্টারেও আসে তো বাবার রঙে রঞ্জিত হয়, তারপর বাড়িতে গেলে সেই রঙ উড়ে যায়। সঙ্গদোষ লেগে যায়। এখন তো অনেক পরিশ্রম করতে হবে।

বাচ্চারা এখন তোমরা জানো যে আমরা ঈশ্বরীয় কুলে বসে আছি। দাদা, বাবা আর আমরা ভাই-বোনেরা রয়েছি। ব্রাহ্মণকুল সর্বোত্তম বলে গাওয়া হয়ে থাকে। লৌকিক ব্রাহ্মণদেরকেও তোমরা জ্ঞান শোনাতে পারো - ব্রাহ্মণ হলো উত্তম চোটি (টিকি), এই সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণেরাই পুনরায় দেবতা হয়, প্রথমে তো দেবতাদের থেকেও উঁচু হল ব্রাহ্মণ, টিকি তো সবার উপরে থাকে, তাই না, তোমরা ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা দেবতাদের পূজা করতে থাকো, নিজেকে পূজারী, তাঁদেরকে পূজ্য মনে করে থাকো। তোমরা ঐ পূজারী ব্রাহ্মণদেরকেও এটা বোঝাতে পারো। তোমরা তো হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ সঙ্গমযুগী। তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখবংশাবলী, পুনরায় তোমরাই দেবতা হবে। স্বর্গের দেবতা অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মাই বানাবেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) অন্তরের অপগুণগুলিকে চেক করে, সেগুলিকে বের করে দিতে হবে। সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। দিব্যগুণ ধারণ করে নিজেকে যোগ্য বানাতে হবে।

২) প্রতিটি গৃহকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করে ভূতগুলিকে তাড়াতে হবে। বাবার সাথে মঙ্গল মিলন উদযাপন হবে।

বরদানঃ- নিজের অনাদি সংস্কারগুলিকে ইমার্জ করে সকল সমস্যাগুলিকে অতিক্রমকারী উড়ন্ত বিহঙ্গ ভব

অনাদি রূপে তোমরা সবাই উড়তে পারো, কিন্তু বোঝা হওয়ার কারণে উড়ন্ত পাখীর পরিবর্তে খাঁচায় বন্দী পাখী হয়ে গেছো। এখন পুনরায় অনাদি সংস্কার ইমার্জ করো অর্থাৎ ফরিস্তা রূপে স্থিত থাকো, একেই সহজ পুরুষার্থ বলা হয়। উড়ন্ত বিহঙ্গ হলে পরিস্থিতিগুলি নিচে আর তোমরা উপরে চলে যাবে। এটাই হলো সকল সমস্যার সমাধান।

স্লোগানঃ- প্রতিটি কদমে কল্যাণ আছে মনে করে প্রত্যেক আত্মাকে শান্তির শক্তির দান দেওয়াই হল সত্যিকারের সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;